সোয়াদ | □□d | ص

আয়াতঃ ৩৮ : ১৯

আরবি মূল আয়াত:

وَ الطَّيۡرَ مَحۡشُوۡرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۱۹﴾

অনুবাদসমূহ:

আর সমবেত পাখীদেরকেও (অনুগত করেছিলাম); প্রত্যেকেই ছিল অধিক আল্লাহ অভিমুখী। — আল-বায়ান

আর পাখীরা সমবেত হত, সকলেই তার সঙ্গে আল্লাহ অভিমুখী হত (তাসবীহ করার মাধ্যমে)। — তাইসিরুল

এবং সমবেত বিহংকুলকেও, সবাই ছিল তার অভিমুখী। — মুজিবুর রহমান

And the birds were assembled, all with him repeating [praises]. — Sahih International

১৯. এবং সমবেত পাখীদেরকেও; সবাই ছিল তার অভিমুখী।(১)

(১) এ আয়াতে দাউদ আলাইহিসসালাম-এর সাথে পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের ইবাদতের তাসবীহে শরীক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তাসবীহ পাঠকে আল্লাহ তা'আলা এখানে দাউদ আলাইহিস সালাম-এর প্রতি নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ, এতে দাউদ আলাইহিস সালাম-এর একটি মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। বলাবাহুল্য, মু'জিযা এক বড় নেয়ামত। [দেখুন: কুরতুবী]

তাফসীরে জাকারিয়া

(১৯) এবং (বশীভূত করেছিলাম) পক্ষীকুলকেও সমবেত অবস্থায়, সকলেই ছিল তার অনুসারী।[1]

[1] অর্থাৎ, এগুলি সবই দাঊদের অনুসারী ছিল। অথবা এগুলি সবই আল্লাহ-অভিমুখী। অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় পর্বতমালা দাউদ (আঃ) এর সাথে তসবীহ পাঠে রত হত এবং উড়ন্ত পক্ষীকুলও যবুর পড়া শুনে শূন্যে জমায়েত হত এবং তাঁর সাথে তসবীহ পাঠ করত। 'مَحْشُوْرَة' অর্থ 'জমায়েত অবস্থায়'।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=3989

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন